ইসলামে দাওয়াতি কাজের সনদ

একটি ভারসাম্যপূর্ণ কর্মকৌশল

রচনা

ড. হিশাম আলতালিব

অনুবাদ

প্রফেসর ড. মো. ওবায়দুল ইসলাম

BiiT

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ইসলামি দাওয়াতি কাজের সনদ: একটি ভারসাম্যপূর্ণ কর্মকৌশল
ড. হিশাম আলতালিব

অনুবাদস্বত্ব © বিআইআইটি পাবলিকেশন্স-২০২০
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২০, অগ্রহায়ণ ১৪২৭, রবিউস সানি ১৪৪২
প্রকাশক: বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার (কম্পিউটার কমপ্লেক্স)
৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০

মূল্য: ১২৫.০০

Islami Dawati Kajer Sanad *'Misaq Ash Sharf Ad-Daw'ah'*
Written by Dr. Hisham Altalib
Translated by Professor Dr. Obaydul Islam

BIIT Publications
38/3 Banglabazar, 2nd Floor,(Computer Complex)
Dhaka- 1100
+88 01923 489 165, +88 01926 910 247
E-mail: biitpublications@gmail.com

Price: BDT 125.00 only

ISBN: 978-984-94911-4-9

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

* ﴿وَالْعَصْرِ﴾ * ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ * ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

** মহাকালের শপথ * মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত * কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।*

(সুরা আসর, ১০৩: ১-৩)

সনদের ভাবনা

ইসলামের দিকে দাওয়াতের কাজে মুসলিম দা'য়ীদের জন্য কতিপয় বিধিবিধান, নিয়মকানুন ও মূলনীতি মেনে চলা জরুরি। এ মূলনীতিগুলো সম্মিলিতভাবে দাওয়াতি কাজের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ সনদ, চিন্তন ও অনুশীলনের জন্য একটি সাংস্কৃতিক বিধান তৈরি করবে। যার ফলে দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে ঐকমত্য, সততা ও কার্যকারিতার পরিধি প্রসারিত হবে। এর পাশাপাশি মতভিন্নতা, ভুলত্রুটি ও নিষ্ক্রিয়তার পরিধি সংকুচিত হবে।

সূচিপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১১
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ১৩
কতিপয় উদাহরণ ১৩
নানামুখী তৎপরতা ১৪
প্রতিরক্ষার নীতি ১৪
স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীন চেতনাবোধ ১৫
১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের পরাজয় ১৬
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ১৮
১১/৯ নিউইয়র্ক টুইন টাওয়ার আক্রমণ ১৭
বিশেষ সচেতনতা ও করণীয় ১৮
সমস্যা ও সাবধানতা ১৯
সমস্যার কারণ ২০
সমাধানের সূত্রপাত ২০
আভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমনের হুমকি ২১
সনদের প্রয়োজনীয়তা ২১

সনদের ধারণা ২৩
সনদের লক্ষ্য ২৩
যার জন্য প্রযোজ্য ২৩
সনদের কাংখিত ফলাফল ২৩
সনদের উপকারভোগী একটি মহৎ আকাঙ্ক্ষা ২৪
সনদের পক্ষসমূহ ২৪
সনদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ২৫

প্রথম অধ্যায়
যার দিকে আহবান (যে ইসলামের দিকে আমরা দাওয়াত দিচ্ছি) ২৭
১. পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ ২৭
২. তাওহিদ ও একত্ববাদের দীন ২৯
৩. প্রাথমিক উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন ২৯

৪. ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত ও সার্বজনীন ধর্ম ৩০
৫. ইবাদতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ৩১
৬. ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ৩২
৭. শক্তিশালী মু'মিন ৩২
৮. প্রতারণাপূর্ণ ধর্ম পালন থেকে সতর্কীকরণ ৩৩
৯. আনুগত্য ও অবাধ্যতা ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামি বিধিবিধান ৩৫
১০. ইসলামে পরিবার ৩৫
১১. ইসলামে নারী ৩৫
১২. ইসলামে স্বাধীনতা ৩৬
১৩. ইসলামে মানবাধিকার ৩৭
১৪. ইসলামে মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ ৩৭
১৫. দুটি পরিপুরক সংশ্লিষ্টতা ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়
দাওয়াতের কাজে কর্মরত ব্যক্তিদের মাঝে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ৩৯
১৬. দাওয়াতি কাজের মধ্যে পরিপূরকতা ৩৯
১৭. বিশেষজ্ঞদের সম্মান ৩৯
১৮. দা'য়ী ও উত্তম অবস্থান ৩৯
১৯. যৌথ পথ ৪১
২০. চিন্তার ঐক্য ৪১
২১. মুসলিমদের জামায়াত ৪২
২২. সরকারি ও বেসরকারি ইসলামি সংস্থা ৪২
২৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাজ ৪৩
২৪. টীম স্পিরিট ৪৩
২৫. পরামর্শভিত্তিক কাজ ৪৪
২৬. শান্তিপূর্ণ কর্ম বিনিময় ৪৫
২৭. কাঙ্ক্ষিত বিশিষ্টতা ৪৫

২৮. মূল্যায়ন, পবিত্রীকরণ নয় ৪৫
২৯. অন্যদের স্বাগত জানানো ৪৬
৩০. সত্যকে আমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি ভাববো না ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়
দাওয়াতি কাজের উন্নতি ও যোগ্যতা ৪৯
৩১. লক্ষ্য নির্ধারণ ৪৯
৩২. ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ৫০
৩৩. দূরদর্শিতাপূর্ণ নবায়ন ৫১
৩৪. স্বনির্ভরতা ৫২
৩৫. অনুসরণযোগ্য আদর্শ ৫২
৩৬. পদের প্রতি লোভহীনতা ৫২
৩৭. যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হবে ৫৩
৩৮. অপরিহার্য কর্তব্য ৫৪
৩৯. আত্মাভিমান ও আলাদা হওয়ার মুহূর্ত ৫৪
৪০. ইতিবাচক শক্তি ৫৫
৪১. প্রভাব বিস্তার ও গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্র ৫৫
৪২. মানুষের দায়িত্ব ৫৬
৪৩. বরং তারা দায়িত্বশীল ৫৭
৪৪. আত্মসমালোচনার গুরুত্ব ৫৭

পঞ্চম অধ্যায়
দাওয়াত তত্ত্ব ৫৯
৪৫. সমষ্টিগত ইজতিহাদ তত্ত্ব ৫৯
৪৬. মতভিন্নতার তত্ত্ব ৫৯
৪৭. ফিকহী মাজহাবের বিভিন্নতার তাৎপর্য ৬১
৪৮. উদ্দেশ্যের তাৎপর্য ৬২
৪৯. অগ্রাধিকারতত্ত্ব ৬৩
৫০. পরিণতির তাৎপর্য অনুধাবন ৬৩
৫১. বাস্তবতার তাৎপর্য অনুধাবন ৬৩
৫২. মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির তাৎপর্য ৬৩
৫৩. জনকল্যাণমূলক ও ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য ৬৪

৫৪. মহান আল্লাহর বিধানের তাৎপর্য ৬৫
৫৫. ধীরস্থিরতার তাৎপর্য ৬৫
৫৬. পর্যায়ক্রমে কার্যসম্পাদনের তাৎপর্য ৬৬
৫৭. ব্যক্তি নির্বাচনের তাৎপর্য ৬৬
৫৮. ফিতনার সঙ্গে যুগপৎ কাজ করার কৌশল ৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

পদ্ধতিগত বিষয়াবলি ৬৯
৫৯. ইসলাম ও দাওয়াতি কার্যক্রম ৬৯
৬০. উত্তম পদ্ধতি ৬৯
৬১. সাধারণ দাওয়াত ৭০
৬২. আল-কুরআনের নীতিমালাই চূড়ান্ত ভরসাস্থল ৭০
৬৩. পূর্বসূরিরা যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকেই শুরু ৭০
৬৪. সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধকরণ ৭১
৬৫. সূক্ষ্ম পরিভাষা ৭১
৬৬. ঝুঁকির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি ৭২
৬৭. ঐকান্তিকতা ও কল্যাণ একই সূত্রে গাঁথা ৭২
৬৮. সুশৃঙ্খল উদ্যম ৭৩
৬৯. উদ্যোগ গ্রহণের সাহসিকতা ৭৪
৭০. পশ্চাদপসরণের সাহসিকতা ৭৫
৭১. কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি ৭৫
৭২. নামে নয় কাজ দ্বারা শিক্ষাগ্রহণ ৭৫
৭৩. আমাদের সমাজ মুসলিম সমাজ, জাহিলী সমাজ নয় ৭৬
৭৪. নবীন হিদায়েত প্রাপ্তগণ ৭৭
৭৫. জয় ও পরাজয় ৭৭
৭৬. ফিতনা ও বিপর্যয়বিষয়ক হাদিসের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান ৭৮
৭৭. ভবিষ্যৎ পৃথিবী ইসলামের ৭৮

সপ্তম অধ্যায়

উদ্দেশ্য ও উপকরণ ৮১
৭৮. উদ্দেশ্য ও উপকরণ ৮১
৭৯. সচেতনদের ব্যাপারে মনোযোগ ৮১

৮০. সংলাপের শিষ্টাচার ৮১
৮১. অতি উত্তমের তুলনায় উত্তম কখন অগ্রাধিকার পায় ৮২
৮২. প্রয়োজনীয় বিনোদন ৮২
৮৩. বিরোধিতা নয় ৮২
৮৪. আরবি ভাষার গুরুত্ব ৮৩
৮৫. মাধ্যম ও লক্ষ্য একসঙ্গে ৮৪

অষ্টম অধ্যায়

পদ্ধতিগত সতর্কতা ৮৫
৮৬. দাওয়াতি কাজ একটি মিশন, পেশা নয় ৮৫
৮৭. দাওয়াতি কাজের পরিচালনা কেন্দ্র হবে একটি ৮৫
৮৮. পরিবর্তনের ধোঁকাবাজি ৮৬
৮৯. প্রতিক্রিয়া ৮৬
৯০. বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা ৮৬
৯১. গোঁড়ামি ও পক্ষপাত ৮৮
৯২. শ্রেষ্ঠত্ববোধ ৮৮
৯৩. কোনো কোনো অভ্যাস দীন নয় ৮৯
৯৪. পশ্চাদ্বর্তিতা, হীনম্মন্যতা ও শৈথিল্য ৮৯
৯৫. অর্থহীন ও ধ্বংসাত্মক গালগল্প ৯০
৯৬. চরম অক্ষমতা ৯১
৯৭. গোপনীয়তার বিপদ ৯২
৯৮. সার্বজনীনকরণের বিপদ ৯২
৯৯. ষড়যন্ত্র ৯৩
১০০. কল্যাণকর বৈপরীত্য ৯৪

উপসংহার ৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের বেশ কিছুদিন পরে (প্রায় দশ বছর) খালিস নিয়তে, জাগ্রত বিবেকে, সুন্দর করার অভিপ্রায়ে এবং শিক্ষা গ্রহণের সূক্ষ্ম অনুভূতি সহকারে দাওয়াতি কাজের সনদ সম্পর্কে আলোচনায় ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। বিগত কয়েক বছরের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এটি একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ মহান দায়িত্ব যা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সকল প্রকার দলীয় সংকীর্ণতা, আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা, জাতীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সার্বজনীন উম্মতের খিদমত করার মহান লক্ষ্যেই এটি পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে বাহ্যিক অবয়বের চেয়ে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে, উপকরণের চেয়ে লক্ষ্যকে এবং অবকাঠামোর তুলনায় বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যাতে তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে এটি বিবেচিত হয় যে এটি সবার জন্য উম্মুক্ত একটি কার্যক্রম, সবাই সমানভাবে উপকারভোগী হতে পারে এবং এটির সম্প্রসারণে সকলে অবদান রাখতে পারে। সাথে সাথে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সম্পর্কে সকলেই সজাগ হয়ে এর বিকাশে সামগ্রিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

এ মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রথম সংস্করণের তুলনায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা সংযোজিত হয়েছে। পাশাপাশি অধিক যৌক্তিক ও সংগতিপূর্ণ মনে করে কতিপয় বাক্য নতুন করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। কোথাও সংযোজন করা হয়েছে, আবার কোথাও বিয়োজন ও সংক্ষেপণ করা হয়েছে। এভাবে প্রথম সংস্করণের তুলনায় এটি অনেক সুন্দর হয়েছে। আশা করা যায়, তৃতীয় সংস্করণে বইটি প্রথম দুটি সংস্করণের তুলনায় অধিকতর সুন্দর হবে।

প্রতিশ্রুতির এ স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যে, সম্মানিত অধ্যাপক আস-সালিহ সালিহ আল-হিস্‌সিন (র.)-এর দাওয়াতের প্রশংসায়। এটি ছিল অনুমিত সম্মানজনক প্রশংসা। কেননা এ প্রশংসাকারী ব্যক্তি হলেন গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন, বিশ্বমানের ফিকহী জ্ঞানের অধিকারী ভদ্রলোক ও প্রাজ্ঞ আইনবেত্তা। পাশাপাশি তিনি ছিলেন সুবিশাল জ্ঞানের অধিকারী, অতুলনীয় আন্তরিক ও স্বেচ্ছায় দুনিয়াবিমুখ। তাছাড়া তিনি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাস্তব অনুসারী। তিনি কারো প্রশংসায় যথাযথভাবে শব্দের প্রয়োগ করতেন, যাতে কারো অতি প্রশংসা অথবা কম প্রশংসা না হয়। মহান আল্লাহ তাঁকে

তাঁর অসীম রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। আর মুসলিমদের পক্ষ থেকেও তাঁকে অতি উত্তমরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমি আমার গবেষণাকে নিস্কলুষ অথবা পরিপূর্ণ দাবি করছি না। কেননা এটি একমাত্র নবি-রসুলগণই বলতে পারেন। কেউ যদি মনে করে যে, সে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী তাহলে সে নিজেই ভুল করল কেননা জ্ঞান এমন এক সমুদ্র যার কোনো তীর খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমি বিষয়টিকে জনৈক বক্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করছি। আর তা হলো, আমি দেখেছি কোনো ব্যক্তি যদি আজ একটি গ্রন্থ রচনা করে তবে তা একদিন পরে সকলকে বলে বেড়ায়। যদি এটি সে না করতো তাহলে কতই না ভালো হতো। আর সে যদি পরের দিন উক্ত বইয়ে আরো কিছু সংযোজন করতো তাহলে অতি উত্তম হতো। আর যদি তা তখনই প্রকাশ করতো তবে তাই মঙ্গলজনক হতো। যদি সে এটি পরিত্যাগ করতো তবে তা অধিক সুন্দর হতো। এটি হলো অনেক বড় উপদেশ। আর মানুষের যাবতীয় কাজের মধ্যে অপূর্ণতা থাকে এটি তারই প্রমাণ।

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্‌লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লামা তাসলীমান কাসীরা।

হিশাম আলতালিব
খ্রি. ২০১৯/১৪৪০ হি.

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে সার্বিক ইসলামি জাগরণের ঢেউ উঠেছে। এটি একটি প্রকাশ্য ইতিবাচক দিক যা মুসলিম জাতির সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। পাশাপাশি মুসলিম জাতির গাফিলতি থেকে উত্তরণ, নিজস্ব স্বকীয়তার উপলব্ধি, দীনের প্রতি গর্ববোধ, পশ্চাৎপদতা থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা এবং চিন্তা ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে অন্য কারো অনুসরণ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইনশাআল্লাহ, এ জাগরণের ঢেউ অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অবস্থানরত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকটেও পৌঁছবে। এ সকল সম্প্রদায়ের প্রশংসা করতে হয়। কেননা তারা বিগত কয়েক বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অধীনে কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এজন্য যে, যাতে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উৎস হিসেবে সেটি কাজ করতে পারে। এমনকি তাদের প্রশাসনিক বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে তা সহায়তা করতে পারে। এটি তাদের একটি বড় অর্জন যে, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে গবেষকরা স্বপ্নপূরণের জন্য, পর্যটকরা ভ্রমণের জন্য অথবা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি রিয্ক অন্বেষণের জন্য এ সকল অঞ্চলে যাতায়াত করে থাকে। কেননা ওই সকল ভ্রমণকারীরা যদিও স্বাধীনভাবে যেকোনো কাজ করতে সক্ষম। উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, সীমিত শক্তি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে তাদের কার্যাবলির সফলতা ও স্থায়িত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

কতিপয় উদাহরণ

তাদের এ মহৎ কাজগুলো আমাদের সামনে নানাভাবে চিত্রায়িত হয়েছে, যা তাদের আশেপাশের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতমুখী। যেমন- কোনো কোনো প্রবাসীর জন্য সেটি ইসলামচর্চার কেন্দ্র অথবা মসজিদ অথবা লাভজনক কোম্পানী অথবা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান অথবা দরিদ্রের জন্য ঋণদান প্রকল্প অথবা কোনো পত্রিকা বা সাময়িকী প্রকাশ অথবা গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ অথবা দাওয়াত প্রচারের জন্য প্রতিনিধিদলের আদান-প্রদান অথবা মুসলিম সমাজে ইসলামি শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা অথবা সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা মুক্ত করার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে,

উল্লিখিত সকল কাজই আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক। তাই সেগুলোকে উৎসাহ প্রদান করা ও তার ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য দু'আ করা প্রয়োজন। একই সাথে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান, সহজীকরণ ও সঠিক পন্থা নির্দেশ করা একান্ত আবশ্যক।

নানামুখী তৎপরতা

এ জাগরণ হলো নানামুখী তৎপরতার ফসল। তেমনিভাবে এটি সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক ও অসাংগঠনিক, সরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক নানামুখী কর্মতৎপরতার সামগ্রিক প্রয়াসের প্রতিফলন। সর্বোপরি, এটি ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রকৃতিগত মৌলিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ; যা জাতিকে তার মূল ও শেকড়ের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রেরণা যোগায়। আবার এটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এ দীন মহান আল্লাহর হিফাজতে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে অবিকৃত এবং সংরক্ষিত থাকবে।

যে ব্যক্তি এ তৎপরতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চায় এবং এর ইতিহাস জানতে চায়, স্বল্প সময়ের পড়াশুনায় এর সূচনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ এ সকল কর্মকাণ্ডের ও কর্মতৎপরতার শেকড় অনেক গভীরে; তন্মধ্যে কিছু দৃশ্যমান আর কিছু অদৃশ্য এ এমন দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা যা কখনো বাহ্যিক আবার কখনো অন্তর্নিহিত।

আর এ দাওয়াতি কার্যক্রম সর্বদা অব্যাহত ছিল। এটি বন্ধ হওয়ার নয়। তবে কখনো দুর্বল কখনো শক্তিশালী; কখনো ত্রুটিপূর্ণ কখনো ত্রুটিমুক্ত; কখনো অসচ্ছল কখনো সচ্ছল; তবুও এর প্রবহমানতা ঐশী বিধান, আর আল্লাহর বিধান অবিনাশী ও অলঙ্ঘনীয়।

প্রতিরক্ষার নীতি

মহান আল্লাহ বলেন-

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ﴿

আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল। (সুরা বাকারা, ২: ২৫১)

সুতরাং মহান আল্লাহর করুণা, অনুগ্রহ ও ন্যায়পরায়ণতার অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো। তিনি সকল কিছু পরিচালনার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'প্রতিরক্ষা নীতিমালা'। এটি সর্বজনবিদিত ও পক্ষপাতহীন নীতিমালা; যা কাউকে আটকে দেয় না, আবার কাউকে ছাড়ও দেয় না। তেমনি কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা ধর্মের চলার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে না; বরং তার সম্মুখে সবাই সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন সফলকাম হবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে দুর্ব্যবহার করবে সে যেখানেই থাকুক না কেন ব্যর্থ হবে। এ প্রতিরক্ষা নীতির আরো একটি ইতিবাচক দিক হলো- এটি দা'য়ীদেরকে তাদের দাওয়াত ইলাল্লাহ এর ফরয আদায়ের সুযোগ করে দেয়, জীবনকে স্থবিরতার কারণে বিনষ্ট হওয়া ও ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে। আবার এ নীতিমালা একজন মুসলিমকে সর্বদা এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সারা সৃষ্টিজগতের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হলেন মহান আল্লাহ। এ বিষয়টি একজন মুসলিমের আস্থা, প্রশান্তি, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, যথাযথ কর্মস্পৃহা ও অন্তরের গভীর সম্পর্ককে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

মহান আল্লাহর হিকমতে অকল্যাণের মধ্যে কল্যাণ ও কল্যাণের মধ্যে অকল্যাণ নিহিত থাকে। তাই তাঁর হিকমত তাঁরই মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। সুতরাং প্রতিরক্ষা নীতি একটি সার্বক্ষণিক কর্মতৎপর নীতিতে পরিণত হয়েছে। তাই এটি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পৃথিবীর সকল শক্তি এ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল আন্দোলনে সক্রিয়, হোক সে আঘাতকারী অথবা আঘাতকৃত। আর এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইতর-ভদ্র, মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য কল্যাণকর বা অকল্যাণকর কাজ করার সুযোগ এসেছে, যা তারা এ প্রতিরোধ নীতির সঙ্গে স্বেচ্ছা প্রণোদিত অথবা অনন্যোপায় হয়ে যুগপৎভাবে সম্পন্ন করছে।

স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীন চেতনাবোধ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন তাদের ক্ষমতার চরম শিখরে আরোহণ করেছিল তখন তারা হিজাজ, নজদ, আফগানিস্তান ও ইয়ামেনের কিছু অঞ্চল ছাড়া গোটা মুসলিম বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেদিন ইসলামি উম্মাহ যার যার অবস্থান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অবশেষে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। বর্তমানে এ প্রতিরোধ আন্দোলন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে উম্মাহকে স্বাধীন করার দাবিতে পরিণত হয়েছে। যেমনি সে (উম্মাহ) একদিন সামরিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে নিজ ভূমিকে মুক্ত করেছিল।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, সামরিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে অধিকতর ক্ষতিকর। কেননা সামরিক সাম্রাজ্যবাদ ভূমিকে দখল করে যা মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পায়, তারা এটি অপছন্দ করে এবং এর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। অপরদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মেধাকে দখল করে, যা মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পায় না। ফলে তারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকে, কখনো কখনো এটিকে পছন্দও করে। তাই জাতিকে এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা বড়ই প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আরো ভয়ঙ্কর দিক হলো- এটি সর্বদা তার প্রচার মাধ্যম সক্রিয় রাখে। তাই তা জাতিকে নানাভাগে বিভক্ত করে এবং বিভ্রান্ত করে। সুতরাং উম্মাহ'র জন্য সমীচীন হবে আমরা তাদের জন্য সাক্ষ্য দিবো যে, সে (উম্মাহ) এ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছে এবং উপযুক্ত সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তার কর্তব্য হবে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং অব্যাহত রাখবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না এ সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের পরাজয়

আধুনিক ইতিহাসে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ একটি টার্নিং পয়েন্ট (Turning Point) ছিল। সেদিন ইসরাঈলের নিকট আরবদের পরাজয় ছিল আরবদের জন্য একটি মানসিক, চৈন্তিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ভূমিকম্প। এ ভূকম্পন পরাজয় বরণকারী নেতৃত্বের ওপর জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছি। এ নেতৃত্ব যেসব মূলনীতির স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছিল যথা- বিপ্লব, সেকিউলারিজম, সমাজতন্ত্র, উদারতাবাদ, জাতীয়তাবাদ পুনর্জাগরণ এসব জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করলো ও এগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণ হলো এবং তারা বিকল্প কিছু খুঁজতে লাগলো; এখান থেকেই তারা ইসলামের দিকে মুখ করলো। ইসলামের দিকে ফিরে আসার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ তারা তো মুসলমান প্রথমে, শেষে এবং সর্বাবস্থায়। অতঃপর মুসলমানরা সামষ্টিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে সেই কঠিন পরীক্ষা তথা দুর্ভাগ্যের দিনে শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করলো।

এখান থেকেই বলা যায়, ১৯৬৭ সালের পরাজয় ইসলামি উম্মাহকে প্রতিরোধশক্তি দান করেছে। এজন্যই এ ঘটনা উম্মাহ'র ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কেউ যদি ১৯৬৭ সালে পরাজয়ের পরের ঘটনাবলি স্মরণ করতে চান তবে দেখতে পাবেন যে, উম্মাহ সে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে ১৯৭৩ সালের আরব ইসলাঈল যুদ্ধে। এছাড়াও ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে দখলদার সোভিয়েত বাহিনীকে বিতাড়িত করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

গোটা বিশ্বে জাগরণের আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। এ অগ্রসরতা মাঝে মাঝে ভুলের পথে পরিচালিত হয়েছে এ কাল থেকে সেকালে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং একটি দাওয়াতি সংস্থা থেকে অপর দাওয়াতি সংস্থায়, কিন্তু তারা কোনো মঙ্গলজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি, বরং তার অব্যাহত গতিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। একপর্যায়ে একটি মহাপ্রলয়ঙ্করী ঝাঁকুনিতে তাকে সামনের দিকে পথ চলার রাস্তা দেখিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও এর বিভক্তিকে ব্যতিক্রমধর্মী আন্দোলন মনে করা যেতে পারে। কারণ এটি একটি যুগান্তকারী আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তি। একটি বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র হওয়া স্বত্ত্বেও উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বারা তা ভেঙ্গে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হলো। মূলত এটি ছিল সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে গড়ে ওঠা নাস্তিকতার পতন; যে সমাজতন্ত্র সার্বিকভাবে ধর্মের বিশেষ করে ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপৃত থাকতো। এভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতাকারী একটি বৃহৎ শক্তি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তখন দাওয়াতি কাজ করার একটি বড় সুযোগ এসে গেলো। ভেঙ্গে যাওয়া এ বৃহৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে দাওয়াতি কাজ সফলতার সাথে ছড়িয়ে পড়লো এবং তা নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হলো। আর এ বিপ্লব নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম প্রতিরোধনীতির ফসল। যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এর পূর্বে এবং পরেও সংঘটিত হয়েছে।

১১/৯ নিউইয়র্ক টুইন টাওয়ার আক্রমণ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ঠিক দশ বছর পরে বিশ্ববাসী তৃতীয় বারের মতো ভূকম্পন প্রত্যক্ষ করলো। আর তা হলো ২০০১ সালে নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার ধ্বংস। এ ভূকম্পন সংঘটিত হলে এর নানামুখী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রকাশ পায়। তবে সকল ক্ষেত্রেই ইতিহাসের রহস্য অবশিষ্ট থেকেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে আমেরিকান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আমেরিকার ইনফরমেশন সেল (তথ্যবিভাগ), রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ধস নেমেছে। ফলশ্রুতিতে, সার্বিকভাবে সারা পৃথিবীতে বিশেষভাবে আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলামের প্রসার পরিলক্ষিত হয়েছে। বিচারক ও বিচারপ্রার্থী সকলের কথাবার্তায় যে বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছে তা হলো- হীন উদ্দেশ্যে নাকি অজ্ঞতাবশত, বর্তমান সময়ে বিচারের আসনে বসা বিচারপতিরা ন্যায়